

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়  
(২০২৬ সালের ----- নং আইন)

**অত্যাৱশ্যকীয় পণ্য আইন, ২০২৬**

অত্যাৱশ্যকীয় পণ্যের উৎপাদন, আমদানি, সুলভ মূল্যে সহজলভ্যতা, সুষম বণ্টন, এবং  
ন্যায্য ব্যবসা-বাণিজ্যের সুরক্ষাকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু অত্যাৱশ্যকীয় পণ্যের উৎপাদন, আমদানি, সুলভ মূল্যে সহজলভ্যতা, সুষম বণ্টন,  
এবং ন্যায্য ব্যবসা-বাণিজ্যের সুরক্ষা প্রদান করা যা জনস্বার্থে সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:—

**১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—**

(১) এই আইন অত্যাৱশ্যকীয় পণ্য আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

**২। সংজ্ঞার্থ।—**

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

‘অত্যাৱশ্যকীয় পণ্য’ বলিতে এই আইনের তপশিল-১ এ বর্ণিত পণ্যসমূহ বা পণ্যসমূহের  
মধ্যে যেকোনো একটিকে বুঝাইবে;

‘ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা’ অর্থ সরকার হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অধস্তন কোন কর্তৃপক্ষ বা কর্মচারী;

‘প্রজ্ঞাপিত আদেশ’ বলিতে এই আইনের অধীন প্রণীত ও সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপিত  
আদেশকে বুঝাইবে;

এবং

‘ব্যক্তি’ অর্থ কোনো ব্যক্তি, ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি, অংশীদারি ফার্ম, সমিতি,  
সংবিধিবদ্ধ বা অন্য কোনো সংস্থা বা উহাদের প্রতিনিধিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

**৩। অত্যাৱশ্যকীয় পণ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তি এবং বিয়োজন।—**

(১) সরকার, জনস্বার্থে প্রয়োজন হইলে, কারণ উল্লেখপূর্বক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা,  
তপশিল-১-এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করিয়া—

(ক) কোনো পণ্য অত্যাৱশ্যকীয় পণ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে; এবং

(খ) কোনো পণ্য অত্যাৱশ্যকীয় পণ্যের তালিকা হইতে বাদ দিতে পারিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনে, অত্যাৱশ্যকীয় পণ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা পণ্যটি কত সময়  
অত্যাৱশ্যকীয় পণ্য হিসাবে বিবেচিত হইবে, তাহা গেজেট প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করিতে পারিবে।

**৪। অত্যাৱশ্যকীয় পণ্যের উৎপাদন, সরবরাহ, আমদানি ইত্যাদি করিবার ক্ষমতা।—**

(১) সরকার, প্রয়োজন বা সমীচীন বলিয়া মনে করিলে, যে-কোনো অত্যাৱশ্যকীয় পণ্যের  
সরবরাহ স্বাভাবিক রাখিবার বা বৃদ্ধি করিবার জন্য বা ন্যায্যমূল্যে ইহার বিক্রয় এবং প্রাপ্যতা  
নিশ্চিত করিবার জন্য, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপিত আদেশের মাধ্যমে ইহার উৎপাদন,

প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ, পরিবহণ, সরবরাহ, বিক্রয়, নিষ্পত্তি, অধিগ্রহণ, ব্যবহার বা ভোগ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিতে এবং ইহার ব্যবসায়-বাণিজ্য সীমিত করিতে পারিবে।

(২) উপধারা ১ দ্বারা অর্পিত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, উহার অধীনে প্রদত্ত আদেশ দ্বারা সরকার লাইসেন্স, পারমিট বা অন্য কোনোভাবে কোনো অত্যাৱশ্যকীয় পণ্যের উৎপাদন বা প্রস্তুতকরণ, মজুত, পরিবহণ, বিক্রয়, নিষ্পত্তি, অধিগ্রহণ, ব্যবহার বা ভোগ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

#### ৫। অত্যাৱশ্যকীয় পণ্যের বিক্রয় স্থগিত, নিষিদ্ধ করিবার ক্ষমতা।—

সরকার, প্রয়োজন বা সমীচীন বলিয়া মনে করিলে, বিক্রয়ের জন্য রাখা যে কোনো অত্যাৱশ্যকীয় পণ্যের বিক্রয় স্থগিত রাখিতে বা নিষিদ্ধ করিতে পারিবে।

#### ৬। অত্যাৱশ্যকীয় পণ্যের ক্রয় ও বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করিবার ক্ষমতা।—

সরকার জনস্বার্থে প্রয়োজন মনে করিলে তপশিলে বর্ণিত যে কোনো অত্যাৱশ্যকীয় পণ্যের ক্রয় ও বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে।

#### ৭। মজুতকৃত পণ্য বিক্রির নির্দেশদানের ক্ষমতা।—

সরকার বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, কোনো অত্যাৱশ্যকীয় পণ্যের মজুতদার যে-কোনো ব্যক্তিকে তাহার মজুতকৃত পণ্যের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ আদেশে উল্লিখিত মূল্যে বিশেষ ব্যক্তিবর্গের বা বিশেষ শ্রেণির ব্যক্তিবর্গের নিকট বা বিশেষ পরিস্থিতিতে বিক্রি করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

#### ৮। ব্যবসায়িক রেকর্ড ইত্যাদি সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা।—

সরকার বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, কোনো অত্যাৱশ্যকীয় পণ্যের উৎপাদন, সরবরাহ বা বণ্টন, ব্যবসায় বা বাণিজ্যে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে ব্যবসায়ের সহিত সম্পর্কিত সকল বহি, হিসাব ও রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ ও পরিদর্শনের জন্য সেইগুলি প্রদান করিবার এবং এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য সরবরাহ করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

#### ৯। তল্লাশি করিবার এবং এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা।—

(১) কোনো ঘটনা ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, সরকার বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির এই মর্মে বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, কোনো আদেশ লঙ্ঘিত হইয়াছে বা হইতেছে বা লঙ্ঘন অত্যাসন্ন তাহা হইলে সরকার বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত আদেশ লঙ্ঘনের সহিত সম্পর্কিত বিশেষ কোনো স্থান বা যানবাহন বা জাহাজ বা আকাশযানে প্রবেশ ও তল্লাশি করিতে পারিবে।

(২) সরকার উপধারা (১) এ সম্পাদিত তল্লাশিতে আটক দ্রব্যসামগ্রী অথবা তৎসম্পর্কিত রেকর্ডপত্র, লাইসেন্স মঞ্জুর বা ইস্যু, পারমিট বা অন্যান্য দলিলপত্রের জন্য প্রদেয় ফি এবং পরিসংখ্যানের নিমিত্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য উপরিউক্ত বিষয়সমূহে যে-কোনোটি নিয়ন্ত্রণ, নিষিদ্ধ বা বাতিল করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

#### ১০। বিশেষ পরিস্থিতিতে অত্যাৱশ্যকীয় পণ্যের উৎপাদন ও সরবরাহরত প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ভার অর্পণ করিবার ক্ষমতা।—

কোনো অত্যাৱশ্যকীয় পণ্যের উৎপাদন ও সরবরাহ সুষ্ঠুভাবে বজায় রাখিতে বা বৃদ্ধি করিতে সরকার প্রয়োজন মনে করিলে, কোনো ব্যক্তিকে (অতঃপর উক্ত ব্যক্তি অনুমোদিত নিয়ন্ত্রক (প্রশাসক) বলিয়া পরিচিত হইবেন) আদেশবলে পণ্যটির উৎপাদন ও সরবরাহরত

প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ বা আংশিক পরিচালনার ভার অর্পণ করিতে পারিবে; এবং এই ধারা মতে যতক্ষণ পর্যন্ত উক্তরূপ পূর্ণ বা আংশিক নিয়ন্ত্রণভার বহাল থাকিবে—

(১) অনুমোদিত নিয়ন্ত্রক সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশানুসারে নিজ কার্য সম্পাদন করিবেন, তবে আদেশে সুনির্দিষ্টভাবে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার বাহিরে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি নিরূপণকারী কোনো আইন বা অন্য কোনো বিষয়ে বর্ণিত ব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্যহীন কোনো আদেশ দেওয়ার কোনো ক্ষমতা থাকিবে না; এবং

(২) আদেশে বর্ণিত নির্দেশাবলি অনুসারে অনুমোদিত নিয়ন্ত্রক কর্তৃক প্রতিষ্ঠানটি বা অংশবিশেষ পরিচালিত হইবে; এবং প্রতিষ্ঠানটি বা তাহার অংশবিশেষের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত যে-কোনো কার্যরত ব্যক্তির প্রতি অনুরূপভাবে প্রদত্ত নির্দেশ অবশ্যপালনীয় হইবে।

### ১১। অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ।—

(১) সরকার, জনস্বার্থে প্রয়োজন হইলে, যে-কোনো অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের আমদানি ও রপ্তানি উন্মুক্ত বা সীমিত বা নিষিদ্ধ করিতে পারিবে।

(২) অত্যাবশ্যকীয় কৃষিপণ্যের উৎপাদন মৌসুম ও স্থানীয় উৎপাদনের সরবরাহ হ্রাস-বৃদ্ধি বিবেচনাপূর্বক ভোক্তাসাধারণের চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করিবার জন্য, সরকার প্রয়োজনে, ঐ সকল কৃষিপণ্যের আমদানি এবং রপ্তানি ক্ষেত্রে মৌসুমি শুল্ক কাঠামো প্রবর্তন করিতে পারিবে।

(৩) (ক) যেসকল অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যপণ্যের চাহিদার সম্পূর্ণ বা উল্লেখযোগ্য অংশ বিদেশ হইতে আমদানির মাধ্যমে মিটাইতে হয় সেই সকল পণ্যের আমদানি-শুল্ক সরকার যৌক্তিক পর্যায়ে রাখিবে; এবং

(খ) যেসকল অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যপণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের সম্পূর্ণ বা উল্লেখযোগ্য অংশ বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয় সেই সকল কাঁচামালের আমদানি-শুল্ক সরকার যৌক্তিক পর্যায়ে রাখিবে।

(৪) সরকার, অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যপণ্য সুলভে নিম্নআয়ের জনগণের মধ্যে বিক্রয়ের লক্ষ্যে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) বা যে-কোনো সরকারি দপ্তর বা সংস্থাকে দেশি ও বিদেশি উৎস হইতে সরাসরি পণ্য ক্রয়ের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।

### ১২। ক্ষমতা অর্পণ।—

সরকার, প্রয়োজনে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপিত আদেশ দ্বারা, সরকারি কোনো অধস্তন কর্তৃপক্ষ বা কর্মচারীর উপর এই আইনের অধীন যে-কোনো আদেশ প্রদানের ক্ষমতা আরোপ করিতে পারিবে; এইরূপ অর্পিত ক্ষমতা প্রজ্ঞাপিত আদেশে উল্লিখিত ক্ষেত্রে ও শর্তসাপেক্ষে প্রয়োগযোগ্য হইবে।

### ১৩। আইনের প্রাধান্য।—

আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

### ১৪। অপরাধ ও দণ্ড।—

(১) যদি কোনো ব্যক্তি ৪,৫,৬,৭,৮,১০,১১ ধারার অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ লঙ্ঘন বা অমান্য করিয়া থাকেন, তবে তিনি ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড বা ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন; এবং সংশ্লিষ্ট আদালত যদি সন্তুষ্ট হন,

যে সম্পত্তির বিষয়ে উক্তরূপ আদেশ লঙ্ঘন করা হইয়াছে, তাহা সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা সমীচীন, তবে তাহা বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, খাদ্যদ্রব্য-সম্পর্কিত কোনো আদেশ লঙ্ঘিত হইলে আদালত যদি মনে করেন যে, উক্তরূপ নির্দেশ দেওয়া উচিত হইবে না, তবে লিখিতভাবে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সম্পূর্ণ ও অংশবিশেষের জন্য উক্তরূপ নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি ৯ ধারার নির্দেশনা প্রতিপালনে ব্যর্থ হন, তবে তিনি ১(এক) বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড বা ৩ (তিন) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(৩) যদি ৪-১১ ধারার অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি কোনো কোম্পানি বা অন্য কোনো আইন দ্বারা সৃষ্ট সংস্থা হয়, তবে তাঁহার প্রত্যেক পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সচিব বা অন্য কোনো কর্মকর্তা বা এজেন্ট উক্তরূপ লঙ্ঘনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইবেন।

#### ১৫। প্রচেষ্টা ও প্ররোচনা।—

কোনো ব্যক্তি ৪-১১ ধারার অধীনে প্রদত্ত কোনো আদেশ লঙ্ঘনের চেষ্টা করিলে বা লঙ্ঘনের জন্য প্ররোচনা দান করিলে তিনি উক্ত আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং ১(এক) বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড বা ৩ (তিন) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

#### ১৬। মিথ্যা বিবৃতি বা তথ্য প্রদান।—

(১) যদি কোনো ব্যক্তিকে ৮ ধারা অনুযায়ী কোনো বিবরণ বা তথ্য প্রদানের জন্য আদেশ দেওয়া হয় এবং তিনি এমন বিবরণ বা তথ্য প্রদান করেন, যাহা সত্য নহে বা উক্ত তথ্য সত্য নহে বলিয়া বিশ্বাস করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকে, তবে তিনি ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি কোনো অসত্য তথ্য বা বিবরণ কোনো বহি, হিসাব, রেকর্ড, ঘোষণাপত্র, রিটার্ন বা অন্য কোনো দলিলে উল্লেখ বা লিপিবদ্ধ করেন যেগুলি সংরক্ষণ বা প্রদানের জন্য ধারা ৮ অনুযায়ী কোনো আদেশ দেওয়া হইয়াছে, তবে তিনি ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

#### ১৭। অপরাধ আমলে নেওয়া।—

দণ্ডবিধি, ১৮৬০ (১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের ৪৫ নং আইন)-এর ২১ ধারা অনুসারে সরকারি কর্মচারী হিসাবে গণ্য এবং এই আইনের ১০ ধারা অনুযায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত সরকারি কোনো কর্তৃপক্ষ বা কর্মচারী কর্তৃক অপরাধের বিবরণ-সংবলিত লিখিত প্রতিবেদন ব্যতীত আদালত এই আইনের আওতায় শাস্তিযোগ্য কোনো অপরাধ আমলে নিবেন না।

#### ১৮। অপরাধের বিচার।—

(১) এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ, আমলযোগ্য (Cognizable), জামিনযোগ্য (Bailable), এবং আপোষযোগ্য (Compoundable) হইবে।

(২) এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে।

(৩) এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন অপরাধের বিচার ও আপিলের ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধির বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

## ১৯। মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর প্রয়োগ।—

আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহ, উক্ত আইনের তপশিলভুক্ত হইবে এবং মোবাইল কোর্ট কর্তৃক বিচার্য হইবে।

## ২০। এই আইনের অধীন গৃহীত ব্যবস্থার সুরক্ষা।—

(১) ৪-১১ ধারার অধীনে প্রদত্ত আদেশ অনুসারে সম্পাদিত বলিয়া গণ্য বা সরল বিশ্বাসে সম্পাদিত কোনো সরকারি কর্মচারীর কোনো কিছু করিবার বিরুদ্ধে কোনো মামলা, অভিযোগ বা অন্য কোনো আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

(২) ৪-১১ ধারার আদেশ অনুসারে সম্পাদিত বলিয়া গণ্য বা সরল বিশ্বাসে সম্পাদিত কোনো কার্যের কারণে ক্ষতির জন্য সরকার বা কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনো মামলা বা কোনো আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

## ২১। বিধি প্রণয়ন।—

সরকার, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, আদেশ জারি ও বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

## ২২। রহিতকরণ ও হেফাজত।—

(১) The Control of Essential Commodities Act, 1956 অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপধারা (১)-এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত আইনের অধীন জারীকৃত আদেশ, প্রণীত বিধিমালা, প্রজ্ঞাপন বা কৃত, সূচিত বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই আইনের বিধানাবলির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, বলবৎ থাকিবে; এবং উহা এই আইনের অধীন প্রণীত, জারীকৃত, কৃত, সূচিত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

## ২৩। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।—

(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) ইংরেজি পাঠ ও মূল বাংলা পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

### তপশিল ১: অত্যাবশ্যকীয় পণ্য

- i. খাদ্যদ্রব্য যাহার মধ্যে ধান, চাউল, গম ও আটা, ভুট্টা, আলু, খাদ্যশস্যের বীজ ও চারা, মসুর ডাল, ছোলা, ভোজ্যতৈল ও তৈলবীজ, পিঁয়াজ, রসুন, শুকনা ও কাঁচা মরিচ, দারুচিনি, লবঙ্গ, এলাচ, ধনিয়া, জিরা, আদা, তেজপাতা, হলুদ, খাবার লবণ (বিট লবণ ব্যতীত), চিনি, গুড়, মাছ, মৎস্যজাত খাদ্য, মাংস, দুধ, দুগ্ধজাত পণ্য, পোল্ট্রি ও ফিস ফিড, ডিম অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- ii. শিশু ও রোগীর খাবার এবং অনুরূপ দ্রব্যাদি;
- iii. শিক্ষা উপকরণ
- iv. ঔষধপত্র, সেইসঙ্গে যাহা ইনজেকশন-এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়;

- v. চিকিৎসা ও শৈল্য চিকিৎসার যন্ত্রপাতি এবং চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট অন্য যন্ত্রপাতি;
- vi. কীটনাশক অথবা বালাইনাশক পণ্য;
- vii. কাগজ, নিউজপ্রিন্ট;
- viii. সার;
- ix. জ্বালানি তেল (পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন, ফার্নেস অয়েল ও অকটেন)
- x. গ্যাস (পাইপলাইনে সরবরাহকৃত গ্যাস, এলএনজি, এলপিগি ও অন্য কোনো রূপান্তরিত পেট্রোলিয়াম) ও সংশ্লিষ্ট রাসায়নিক দ্রব্যাদি;
- xi. বিদ্যুৎ (সৌরবিদ্যুৎসহ);
- xii. লোহা ও ইস্পাত;
- xiii. সিমেন্ট;
- xiv. ডায়াপার ও স্যানিটারি ন্যাপকিন; এবং
- xv. অন্যান্য পণ্য, যাহা সরকার কর্তৃক এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সময়ে সময়ে সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা অত্যাৱশ্যকীয় পণ্য হিসেবে ঘোষিত।